PRINT

সমকাল

নিমেষে নদীগর্ভে হারিয়ে গেল স্কুলটি

১২ ঘণ্টা আগে

বরিশাল ব্যুরো

শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা গেল না উজিরপুরের আশোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার ভবনটি। মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার দিকে ভবনটি সন্ধ্যা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বিদ্যালয় হারিয়ে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটার শঙ্কায় পড়েছে শিক্ষার্থীরা।

উজিরপুরের গুঠিয়া ইউনিয়নের আশোয়ার গ্রামে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বছর ধরেই সন্ধ্যা নদীর অব্যাহত ভাঙনের ঝুঁকির মধ্যে ছিল। তিন মাস আগে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক ও স্থানীয় সাংসদ মো. শাহে আলম বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে ভবন রক্ষার জন্য ২৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেন। ওই টাকা দিয়ে ভাঙন রোধে অস্থায়ী

প্রকল্পের আওতায় জরুরিভাবে ৪ হাজার ৩০০ বস্তা জিও ব্যাগ ফেলা হয়। তবে এতে কাজ হয়নি।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মুসলেম আলী হাওলাদার জানান, মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে তিনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই ছিলেন। দুপুর দেড়টার দিকে তার চোখের সামনে প্রতিষ্ঠানটি নদীতে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্যালয়ের আংশিক মালপত্র স্থানান্তর করতে পেরেছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশ হালদার বলেন, পূজার কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা।

২০০৭ সালে ভয়াল সিডরের পর ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারটি নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয় পরিচালনার পাশাপাশি বন্যায় আক্রান্ত কিংবা নদী ভাঙনের শিকার মানুষ বিভিন্ন সময়ে ওই ভবনে আশ্রয় নিত।

আশোয়ার গ্রামের গৃহবধূ রাবেয়া বেগম বলেন, 'গত কয় বছর আমরা নদীভাঙা মানুষরা সাইক্লোন শেল্টারে আশ্রয় নেতাম। অ্যাহন শেষ আশ্রয় কেন্দ্রটাও নদীতে তলাইয়া গ্যাছে। ভবিষ্যতে ঝড়বন্যায় আমরা কোথায় আশ্রয় নিমু?'

একই এলাকার নাজিম খলিফা, আবুল হোসেন ফকির, জহির হাওলাদার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিদ্যালয়টি রক্ষার জন্য জিও ব্যাগ ফেলা হয়। ঠিকাদার ভাঙনকবলিত স্থানে না ফেলে দায়সারাভাবে কাজ করায় প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা পেল না। আমাদের ছোট ছেলেমেয়েরা এখন কোথায়, কীভাবে পড়াশোনা করবে? তাদের পড়াশোনায় অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাসলিমা বেগম বলেন, বিদ্যালয়টি দ্রুত অন্য কোনো স্থানে চালু করা হবে। পাঠদান কার্যক্রমে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সেটি শিগগির নিশ্চিত করা হবে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com